দৈনিক ইত্তেফাক

107

তারিখ ... 13 DEC 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

নিষ্কলুষ হউক শিক্ষাঙ্গন—

অজ্ঞাতনামা ঘাতকের নির্মম বুলেট প্রাণ সংহার করিয়াছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র আরিফের। এই ঘটনা দুই সপ্তাহ আগের। রাত্রির অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া আততায়ীরা আসিয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী একটি ছাত্র সমাবেশের দিকে আগ্নেয়াস্ত্র তাক করিয়া উদ্গিরণ করিয়াছিল তাহাদের হিংসা। তারপর সন্ত্রাসের বিষাক্ত বাতাস ছড়াইয়া তাহারা নিরাপদে সেই স্থান পরিত্যাগও করিতে পারিয়াছে। দুই সপ্তাহ আগে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য এখনও অনুদ্ঘাটিত। ইহা লইয়া সর্বমহলে উচ্চারিত হইয়াছে প্রতিবাদ, নিন্দা জ্ঞাপন করা হইয়াছে বিভিন্ন সংগঠন হইতে, ছাত্র নেতৃবৃন্দ জানাইয়াছেন ক্ষোভ, দাবী করিয়াছেন বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, শিক্ষক সমাজ একবাক্যে এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া হত্যাকারীদের সনাক্ত করার জোর দাবী জানাইয়া আসিতেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং ফিনান্স বিভাগ গত পরশু মৌন মিছিলের ভিতর দিয়া জ্ঞাপন করিয়াছে প্রতিবাদ। গতকালও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মৌন মিছিল সহযোগে প্রদক্ষিণ করিয়াছে রাজধানীর বিভিন্ন রাজপথ। সকলেরই বক্তব্য একটাই, বিশুদ্ধ পরিবেশ চাই, যেখানে বারুদের গন্ধে শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস হয়, যেখানে বারংবার রক্তপাতে মাটি লাল হয় সেখানে আর যাহাই হউক, শিক্ষা কার্যক্রম চলিতে পারে না। সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার কথা বলা হইয়াছে কোন কোন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ হইতে। কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এজন্য সকল গণতান্ত্রিক শক্তি ও সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে—কেবল পুলিশী প্রশাসনের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

একথা সত্য যে, আরিফ নিহত হইবার পর হইতে এ পর্যন্ত আততায়ীর কোন হদিস করা যায় নাই। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া এক সংগঠন অন্য সংগঠনকে দোষারোপ করিতেছে, সে আবার আর একটি সংগঠনকে দোষ দিতেছে—ইহাই চলিয়াছে প্রথম কিছুদিন। কিন্তু এখন আর কিছু নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আরিফ এখন ধীরে ধীরে তাহার শোকার্ত পিতামাতার আর্তনাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিকট বেদনার স্মৃতি হিসাবে পরিগণিত। আস্তে আস্তে এই স্মৃতিতেও সময়ের ধুলির আস্তর পড়িবে। কিন্তু যে আগ্নেয়াস্ত্র আরিফের প্রাণ হরণ করিয়াছিল সেই আগ্নেয়াস্ত্র তো এখনও নির্বিঘ্নে বিচরণ করিতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে—অজ্ঞাতনামা আততায়ীদের গোপন আস্তানায়। আবার কখনও কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সেগুলি তো সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে—সংহার করিতে পারে নূতন কোন তাজা প্রাণ। এই রক্ততৃষ্ণা নিবারণের উপায় কি? কিভাবে নিবৃত্ত করা সম্ভব এই সংহারী আগ্নেয়াস্ত্রকে?

আজ একথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে, হত্যাকারীর একমাত্র পরিচয় সে হত্যাকারী। তাহার পরিচয়ে কোন সংগঠনের পরিচয় যুক্ত থাক বা না-ই থাক, হত্যাকাণ্ডই তাহার একমাত্র পরিচয়। ঘাতক সেই পরিচয়কে বহন করে তাহার বর্ম হিসাবে। এখানেই নিরীহ ছাত্রসমাজের শঙ্কা। আজ ছাত্রসমাজ ক্রমাগত অবিশ্বাসের পাত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে এই মুষ্টিমেয় ত্রাস সৃষ্টিকারীর অপতৎপরতার কারণে। অভিভাবকদের অন্তরে সন্তানের নিরাপত্তার আশঙ্কাকে ঘনীভূত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে তাৎপর্যহীন করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে চলিতেছে এক অশুভ চক্রান্ত। আজ যাহারা সন্ত্রাসী তৎপরতাকে সঙ্গোপনে লালন করিয়া চলিয়াছে এবং উহাকে আত্মরক্ষার একটি উপায় হিসাবে ধারণা করিয়া আছে, তাহাদের অবগতির জন্য আমরা একটি মহাসত্যই উচ্চারণ করিতে চাই যে, হত্যার রাজনীতি রাজনীতিকেই হত্যা করে, সন্ত্রাস দিয়া সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা যায় না। যাহাদের হাতে অস্ত্র আছে তাহারা অস্ত্রের ভাষা ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। অতএব সতর্কতা প্রয়োজন। অস্ত্রধারী সবসময়েই বর্গহীন। আজ যে আগ্নেয়াস্ত্রের নল একটি সংগঠনের রক্ষাকবচ, কালই সেই নল সেই সংগঠনের ধ্বংসের কারণ হইতে পারে। আমাদের কামনা, মেধাবী আরিফের রক্তই হউক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শেষ রক্তপাত। আমাদের কামনা, অস্ত্রধারীদের চির অপসারণ ঘটুক প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে, প্রতিটি সংগঠন হইতে। শিক্ষাঙ্গন শান্ত হউক—নিষ্কলুষ হউক।